B.A. Semester-II (General)
Sub. - Political Science
Paper-CC-2 (Indian Govt. and Politics)
Syllabus Unit No.-III
Institutional Functioning: Judiciary.

P. Patra

Q: Analyse the Composition of the Supreme Court. (সুপ্রিম কোর্টের গঠন আলোচনা কর।)

Ans: ভারতীয় সংবিধানের ১২৪(১) ধারা অনুযায়ী, ভারতে একটি সুপ্রিম কোর্ট থাকবে, সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে একজন প্রধান বিচারপতি এবং যতদিন পর্যন্ত পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে বিচারপতির সংখ্যা না বাড়ায়, ততদিন সাতজন অন্যান্য বিচারপতি। এই আইন অনুসারে, ১৯৫৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট (বিচারপতি সংখ্যা) আইন প্রণীত হয়। এই আইন বেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে এবং সর্বশেষ সংশোধিত হয় ২০০৮ সালে। এই ২০০৮ সালের সংশোধিত সংসদীয় আইন অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা হল, একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিরিশ জন অন্যান্য বিচারপতি।

১২৪(২) ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রত্যেক বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন, তবে এরূপ নিয়োগের পূর্বে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের যে সব বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করার পরই তিনি নিয়োগ করবেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে [১২৪(২) নং ধারা], কিন্তু প্রধান বিচারপতির পরামর্শ মেনে চলতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য কি না — সে বিষয়ে এই ধারায় কিছু বলা হয়নি। এই অস্পষ্টতার দূর করার জন্য ১৯৯৩ সালে অ্যাডভোকেটদের মামলায় কোর্টে একটি রেফারেন্স মামলা করা হয়। এই মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেন যে, রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম

Composition of Supreme Court

কোর্টের প্রবীণ বিচারপতির পরামর্শ অবশ্যই মান্য করবেন। কিন্তু এই পরামর্শ ~~প্রবীণ বিচারপতি~~ কেবলমাত্র প্রধান বিচারপতি একাকী তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণতম চারজন বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং এই পাঁচ জনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু ২০১৪ সালে ৯৯-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের দ্বারা বিচারপতিদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া হয়। এই সংশোধিত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি একটি 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন'-এর সুপারিশক্রমে প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করবেন। এই সংশোধনী আইনে 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশনের' গঠনের নিয়মনীতিও স্থির হয়। কিন্তু এই আইনটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন হয়। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে মামলাটির রায় বের হয়। এই রায় অনুযায়ী ৯৯-তম সংবিধান সংশোধনী এই আইনটি বাতিল করে দেয় মূলত এই প্রক্রিয়াতে এবং ৪ জন বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা রয়েছে যা অসাংবিধানিক, আদালত এই রায় জানিয়ে দেয়, পরবর্তীকাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরানো পদ্ধতিই বহাল থাকে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রত্যেক বিচারপতিকে তার দায়িত্বভার গ্রহণের আগে রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির কাছে সংবিধানের ~~তৃ~~ তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত শপথ গ্রহণ করতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর পদে বহাল থাকেন। তাঁরা অবশ্য কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে পদত্যাগ করতে পারেন। প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন, তবে সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং